জাতীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা আইন, ২০১৫

২০১৫ সালের.....নং আইন

যেহেতু বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫ (ক) অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে, রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে নাগরিকদের জন্য অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা, চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণ অর্জন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং যেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম লক্ষ্য হইতেছে সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা অর্জন করা এবং যেহেতু সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা অর্জনের লক্ষ্যে টেকসই স্বাস্থ্য অর্থায়নের বিধান প্রণয়ন জরুরী যা আর্থিক ঝুঁকি হ্রাসকরণ এবং মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা সম্প্রসারণ নিশ্চিত করিবে;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল: -

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রবর্তন, প্রয়োগ** । - (১) এই আইন জাতীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা আইন, ২০১৫ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই আইন উপধারা (৩) -এ বর্ণিত বিধান সাপেক্ষে বাংলাদেশের ভৌগলিক সীমার মধ্যে বসবাসকারী বাংলাদেশের সকল নাগরিকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

(৩) নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গ এই আইনের আওতায় আসিবে না :

(ক) প্রতিরক্ষা বাহিনী (সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী)-র কর্মরত অথবা অবসরপ্রাপ্ত সদস্যবৃন্দ ;
(খ) বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের সদস্যবৃন্দ ;
(গ) বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের সদস্যবৃন্দ ;
(ঘ) বাংলাদেশ পুলিশের সদস্যবৃন্দ ;
(ঙ) দফা (ক), (খ), (গ) ও (ঘ) তে বর্ণিত ব্যক্তিবৃন্দের পরিবারের সদস্যগণ ;
(চ) অনাবাসিক বাংলাদেশী ; এবং
(ছ) বাংলাদেশে অবস্থানকারী বাংলাদেশের নাগরিক নহেন এমন ব্যক্তি ।

(৪) সরকার সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে উপধারা (৩) এ বর্ণিত তালিকা সংশোধন করিতে পারিবে।

(৫) এই আইন অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার এই আইন বা ইহার কোনো ধারা বাংলাদেশের সমগ্র জনগোষ্ঠি; অথবা বাংলাদেশের নির্দিষ্ট কোনো এলাকার জনগোষ্ঠি; অথবা কোনো নির্দিষ্ট শ্রেণীর জনগোষ্ঠি; অথবা রাষ্ট্রের কোনো বিশেষ কর্মে নিয়োজিত জনগোষ্ঠির জন্য বলবৎকরণে ভিন্ন ভিন্ন তারিখ নির্ধারিত করিতে পারিবে ।

২। আইনের প্রাধান্য । - আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানসমূহ কার্যকর থাকিবে।

৩। সংজ্ঞাসমূহ । - বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই আইনে -

(ক) 'কর্তৃপক্ষ' অর্থ ধারা ৫ এ উল্লিখিত জাতীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্তৃপক্ষ;

(খ) 'কার্ডধারী' অর্থ এমন ব্যক্তি যাহার অনুকূলে ধারা ৩৫ অথবা ধারা ৩৬ অনুযায়ী স্বাস্থ্য কার্ড; অথবা ধারা ৩৮ অনুযায়ী ডুপ্লিকেট স্বাস্থ্য কার্ড ইস্যু করা হইয়াছে;
(গ) "চিকিৎসক" অর্থ বাংলাদেশ মেডিক্যাল এবং ডেন্টাল কাউন্সিল আইন, ২০১০ এ উল্লিখিত মেডিক্যাল চিকিৎসক;
(ঘ) "তহবিল" অর্থ ধারা ১৮ এর অধীন গঠিত জাতীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা তহবিল;
(ঙ) 'নিবাসী' অর্থ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন পরিচালিত অথবা নিবন্ধনকৃত শিশু পরিবার; শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র; কিশোর/কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্র; ছোটমণি নিবাস; সরকারী আশ্রয় কেন্দ্র; মহিলা, শিশু ও কিশোর-কিশোরী হেফাজতিদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র (সেইফ হোম); সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র; প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র; বৃদ্ধ নিবাস; এতিমখানাসহ এই জাতীয় অন্যান্য সকল প্রতিষ্ঠানে বসবাসরত কোন ব্যক্তি;
(চ) 'নির্বাহী চেয়ারম্যান' অর্থ নির্বাহী বোর্ডের নির্বাহী চেয়ারম্যান;
(ছ) 'পর্ষদ' অর্থ ধারা ৭ -এ বর্ণিত পরিচালনা পর্ষদ;
(জ) 'বিধি' এবং 'প্রবিধি' অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত "বিধি" এবং "প্রবিধি";
(ঝ) 'ফৌজদারি কার্যবিধি' অর্থ The Code of Criminal Procedure, ১৮৯৮ (Act no. V of ১৮৯৮);
(ঞ) 'বাধ্যতামূলক চাঁদা' অর্থ ধারা ২২ এ বর্ণিত কার্ডধারীর চাঁদা;
(ট) 'বোর্ড' অর্থ ধারা ১২ এ বর্ণিত নির্বাহী বোর্ড;
(ঠ) 'সদস্য' অর্থ নির্বাহী বোর্ডের সদস্য;
(ড) 'সভাপতি' অর্থ পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি;
(ঢ) 'সুবিধাভোগী' অর্থ ধারা ৩৪ এর বিধানের আলোকে ধারা ৩৪(২) এ বর্ণিত কার্ডধারী ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল ব্যক্তি;
(ণ) 'স্বাস্থ্য সেবা' অর্থ কোনো কার্ডধারী অথবা সুবিধাভোগীকে এই আইনের ২৫ (১) ও ২৫ (২) ধারার অধীনে প্রদেয় স্বাস্থ্য সেবা;
(ত) 'স্বাস্থ্য সেবাদানকারী ব্যক্তি' অর্থ ধারা ২৬ এর উপধারা (৩) অনুসারে স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত নিবন্ধিত চিকিৎসক (যাহাদের সাময়িক নিবন্ধন রহিয়াছে তাহারও ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবেন), নিবন্ধিত সেবক-সেবিকা, মিডওয়াইফ, চিকিৎসা সহকারী অথবা স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত অন্য কোন ব্যক্তি এবং ধারা ২৬ এর উপধারা (৪) এ বর্ণিত ব্যক্তি;
(থ) 'স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান' অর্থ ধারা ২৬ এর উপধারা (১) ও (২) -এ বর্ণিত সরকারী ও বেসরকারী স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান;
(দ) 'স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী' অর্থ এই আইনের ২৬ (১) ও (২) ধারায় বর্ণিত স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান এবং ২৬ (৩) ধারায় বর্ণিত এ সকল প্রতিষ্ঠানে কর্মরত স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী ব্যক্তি এবং ২৬(৪) ধারায় বর্ণিত স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী ব্যক্তি যিনি ২৭ ধারা অনুসারে নিয়োগ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ;
(ধ) 'স্বাস্থ্য কার্ড' অর্থ ধারা ৩৫ অথবা ৩৬ এ বর্ণিত স্বাস্থ্য কার্ড অথবা ৩৮ এ বর্ণিত ডুপ্লিকেট স্বাস্থ্য কার্ড;

৪। আইনের উদ্দেশ্য । - এই আইনের সাধারণ উদ্দেশ্য হইতেছে-

(ক) বাংলাদেশের সকল নাগরিককে মানসম্মত, ব্যয়সাধ্য এবং ন্যায়সঙ্গত স্বাস্থ্যসেবা দান করা;
(খ) এ ধরণের স্বাস্থ্যসেবায় সকলের প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করা; এবং
(গ) প্রদেয় স্বাস্থ্য সেবার মানদন্ড নির্ধারণ এবং মান নিশ্চিত করা।

দ্বিতীয় অধ্যায়
জাতীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্তৃপক্ষ

৫। জাতীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা । - এই আইন বলবৎ হইবার পর যতশীঘ্র সম্ভব সরকার সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি দ্বারা এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে জাতীয় **"স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্তৃপক্ষ"** নামে একটি কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করিবে।

(২) কর্তৃপক্ষ একটি স্বাধীন ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে। ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার, হস্তান্তর করিবার ও চুক্তি করিবার ক্ষমতা থাকিবে। কর্তৃপক্ষ স্বীয় নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে বা ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

৬। কর্তৃপক্ষের কার্যালয়। - (১) কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত হইবে।
(২) কর্তৃপক্ষ বিভাগ, জেলা এবং উপজেলা অথবা ইহার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় অন্য কোন স্থানে স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্তৃপক্ষের স্থানীয় কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

৭। পরিচালনা পর্ষদ গঠন । - (১) কর্তৃপক্ষের একটি পরিচালনা পর্ষদ থাকিবে যাহা নিম্নেবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে-
(ক) মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;
(খ) নির্বাহী চেয়ারম্যান, যিনি পর্ষদের সচিবও হইবেন;
(গ) সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়;
(ঘ) সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়;
(ঙ) সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়;
(চ) সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়;
(ছ) সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন;
(জ) উপাচার্য, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়;
(ঝ) সভাপতি, বাংলাদেশ মেডিকেল এ্যাসোসিয়েশন;
(ঞ) সভাপতি, বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল;
(ট) মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর;
(ঠ) মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট,স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়;
(ড) সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন মানবাধিকার কর্মী;
(ঢ) সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন নারী অধিকার কর্মী যিনি নারী অধিকার রক্ষা কার্যে অন্যূন ২০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন;
(ণ) আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক মনোনীত অন্যূন ২০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একজন আইনজীবী;
(ত) তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত একজন সাংবাদিক যিনি স্বাস্থ্য খাতের সংবাদ পরিবেশনে অন্যূন ২০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন।

(২) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত যে কোন পদ শূন্য থাকার কারণে অথবা উক্ত উপ-ধারায় বর্ণিত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন সদস্য মনোনয়নে ব্যর্থতার কারণে পরিচালনা পর্ষদের গঠন অবৈধ হইবে না।

৮। পরিচালনা পর্ষদের কার্যাবলী। - এই আইনের বিধান অনুযায়ী পর্ষদ নিম্নবর্ণিত কার্য সম্পাদন করিবে-
(ক) নির্বাহী বোর্ডের জন্য নির্দেশনাবলী প্রণয়ন;
(খ) বোর্ডের সুপারিশকৃত বাৎসরিক বাজেট এবং কার্যপরিকল্পনা অনুমোদন;
(গ) এই আইন প্রয়োগের জন্য নির্দিষ্ট এলাকা/ক্ষেত্র নির্ধারণ;
(ঘ) ধারা ২৫ উপধারা (১) ও (২) এর অধীনে প্রদেয় স্বাস্থ্য সেবার মানদন্ড অনুমোদন;
(ঙ) জাতীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা তহবিলে জাতীয় অথবা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির নিকট হইতে অনুদান গ্রহণের পরিধি নির্ধারণ;
(চ) স্বাস্থ্য সুরক্ষা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গৃহীত ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা অনুমোদন; এবং
(ছ) নির্বাহী বোর্ডের কার্যক্রম পর্যালোচনা এবং মূল্যায়ন ।

৯। পরিচালনা পর্ষদের সভা। - (১) পর্ষদ সভাপতির পরামর্শক্রমে সময়ে সময়ে সভায় মিলিত হইবে।
তবে শর্ত থাকে যে, বছরে পর্ষদের অন্যূন দুইটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।
(২) সভা আহবান এবং এর কার্যপদ্ধতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১০। কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ। - কর্তৃপক্ষ ইহার কার্যাবলী যথাযথভাবে সম্পাদনের জন্য প্রধান কার্যালয় ও স্থানীয় কার্যালয়সমূহে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা, কর্মচারী এই উদ্দেশ্যে প্রণীত নিয়োগ বিধিমালা অনুসারে নিয়োগ দিতে পারিবে।

১১। নির্বাহী বোর্ড। - (১) জাতীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্তৃপক্ষের প্রশাসনিক কার্যাবলী এই আইনের অধীনে গঠিত নির্বাহী বোর্ডের উপর অর্পিত হইবে |

(২) বোর্ড ইহার কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত নীতিগত নির্দেশনা এবং সাধারণ নির্দেশাবলি অনুসরণ করিবে।

১২। নির্বাহী বোর্ডের গঠন। - (১) নির্বাহী বোর্ড পাঁচ (৫) সদস্য বিশিষ্ট হইবে যাহাদের একজন বিশিষ্ট চিকিৎসক হইবেন এবং সদস্যগণ সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হইবেন । সদস্যদের মধ্য হইতে একজন বোর্ডের নির্বাহী চেয়ারম্যান নিযুক্ত হইবেন এবং তিনি বোর্ডের সার্বিক কাজের জন্য দায়ী থাকিবেন।
(২) কোন সদস্যের পদ শূন্য হইবার কারণে নির্বাহী বোর্ডের গঠন অবৈধ হইবে না।

১৩। নির্বাহী বোর্ডের কার্যাবলী। - বোর্ড নিম্নবর্ণিত কার্য সম্পাদন করিবে -
(ক) ৩৩ ধারার বিধান অনুযায়ী তালিকা প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
(খ) তালিকার ভিত্তিতে স্বাস্থ্য কার্ড প্রদানে কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
(গ) তালিকা ও স্বাস্থ্য কার্ড সংক্রান্ত তথ্যাদি সংরক্ষণ;
(ঘ) কার্ডধারী ও সুবিধাভোগীদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ এবং গৃহীত পরিকল্পনা অনুসারে কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
(ঙ) স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্তৃপক্ষের স্থানীয় কার্যালয় স্থাপন;
(চ) কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় ও স্থানীয় কার্যালয়সমূহে কর্মচারী এবং কর্মকর্তা নিয়োগ দান;
(ছ) স্বাস্থ্যসেবার মানদন্ড নির্ধারণ;
(জ) বেসরকারী সেবাপ্রদানকারী নিয়োগের নিমিত্ত তাহাদের যোগ্যতা নির্ধারণ;
(ঝ) 'স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী তালিকাভূক্তি ও স্বাস্থ্য সেবা মান নিশ্চিতকরণ কমিটি'র সুপারিশের ভিত্তিতে বেসরকারী স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারীর তালিকাভূক্তিকরণ;
(ঞ) বেসরকারী সেবা প্রদানকারী নিয়োগ প্রদান;
(ট) কার্ডধারী ও সুবিধাভোগীদের প্রদত্ত স্বাস্থ্য সেবার রেকর্ড সংরক্ষণ;
(ঠ) সেবা প্রদানকারীদের নির্দেশনা দান, পরিদর্শন এবং তাহাদের দ্বারা প্রদেয় সেবার মূল্যায়ন;
(ড) প্রদেয় স্বাস্থ্য সেবা/সেবা প্যাকেজ প্রস্তুত এবং ইহাদের মূল্য নির্ধারণ ও পর্যালোচনা;
(ঢ) তহবিলের জন্য অনুদান সংগ্রহ, তত্ত্বাবধান এবং পরিচালনা;
(ণ) তহবিলের অর্থ প্রবিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে বিনিয়োগ;
(ত) সেবা প্রদানকারীদের জন্য অনুসরণীয় নির্দেশনা প্রণয়ন;
(থ) স্থানীয় কার্যালয়সমূহ কর্তৃক অনুসরণীয় দিক নির্দেশনা জারিকরণ;
(দ) সরকারি স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানে জনবল নিয়োগ ও মানব সম্পদ উন্নয়ন বিষয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এবং ইহার অধীনস্থ অধিদপ্তরসমূহের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন এবং এই সংক্রান্ত কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধন;
(ধ) স্বাস্থ্য সেবা সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন পক্ষের সঙ্গে আলোচনা অনুষ্ঠান এবং চুক্তি সম্পাদন;
(ন) প্রবিধি প্রণয়ন এবং উহা পর্ষদে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন;
(প) বাৎসরিক কর্ম পরিকল্পনা এবং বাজেট তৈরি এবং তাহা পর্ষদের অনুমোদনের নিমিত্ত উপস্থাপন;
(ফ) বাৎসরিক রিপোর্ট প্রস্তুত এবং তাহা জাতীয় সংসদে উত্থাপনের নিমিত্ত পর্ষদের সমীপে পেশকরণ;
(ব) ইহার যে কোনো ক্ষমতা কোনো সদস্য অথবা কর্তৃপক্ষের কোনো কর্মকর্তাকে অর্পণ; এবং
(ভ) এই আইনের বিধান বাস্তবায়নের এবং উপরিউক্ত কার্যাবলী সম্পাদনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় অন্যান্য সকল কার্যক্রম গ্রহণ।

১৪। বোর্ডের সদস্যদের যোগ্যতা, অযোগ্যতা, নিয়োগ, জ্যেষ্ঠতা, কার্যকাল, অপসারণ, পদ শূন্য হওয়া, কর্মবন্টন এবং চাকুরীর শর্তাবলী ইত্যাদি। -
নির্বাহী বোর্ডের সদস্যদের যোগ্যতা, অযোগ্যতা, নিয়োগ, জ্যেষ্ঠতা, কার্যকাল, অপসারণ, পদ শূন্য হওয়া, কর্ম বন্টন, চাকুরীর শর্তাবলী ইত্যাদি এ আইনের অধীনে প্রণীত বিধি দ্বারা এবং বোর্ডের নির্বাহী চেয়ারম্যান ও সদস্যদের মধ্যে কর্মবন্টন ইত্যাদি বিষয়াবলী প্রবিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১৫। **বোর্ডের সভা**। - (১) নির্বাহী চেয়ারম্যান সময়ে সময়ে নির্বাহী বোর্ডের সভা আহবান করিতে পারিবেন এবং উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, নির্বাহী চেয়ারম্যান কোন কারণে সভায় অনুপস্থিত থাকিলে পরবর্তী জ্যেষ্ঠ সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিবেন;
(২) সভার কার্যপদ্ধতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১৬| স্থানীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা কার্যালয়ের কার্যাবলী। - ধারা ৬ উপধারা (২)-এ বর্ণিত স্থানীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা অফিস নিম্নবর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন করিবে-

(ক) এখতিয়ারাধীন এলাকায় কার্ডধারী ও সুবিধাভোগীদের তালিকা প্রণয়ন ও সংরক্ষণ;

(খ) বোর্ড কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশনা অনুযায়ী প্রণীত তালিকার ভিত্তিতে স্বাস্থ্য কার্ড প্রদান;

(গ) এখতিয়ারাধীন এলাকায় স্বাস্থ্য সেবা কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সেবা প্রদানকারীদের সহিত পরামর্শ এবং কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন;

(ঘ) কার্ডধারীদের চাঁদা সংগ্রহ এবং গ্রহণ;

(ঙ) 'স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী তালিকাভূক্তি ও স্বাস্থ্যসেবা মান নিশ্চিতকরণ কমিটি'র অনুরোধের প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় তথ্যানুসন্ধান;

(চ) সেবা প্রদানকারীদের দাবী যাচাই, প্রক্রিয়াকরণ ও দাবী পরিশোধ;

(ছ) সেবা প্রদানকারীদের সেবা প্রদান সংক্রান্ত কাজকর্ম পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন;

(জ) রেফারেল এবং নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা স্থাপনের বন্দোবস্ত করা;

(ঝ) কর্তৃপক্ষের তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিকে চাহিদা মোতাবেক সহযোগিতা প্রদান;

(ঞ) বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত নির্দেশনা অনুযায়ী বাৎসরিক রিপোর্ট তৈরি এবং তাহা কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ; এবং

(ট) বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন ।

১৭। স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী তালিকাভুক্তি ও স্বাস্থ্য সেবা মান নিশ্চিতকরণ কমিটি। - স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী তালিকাভুক্তি ও স্বাস্থ্য সেবা মান নিশ্চিতকরণের জন্য একটি কমিটি থাকিবে। কমিটির গঠন ও কার্যাবলি এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়
জাতীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা তহবিল গঠন, ব্যবস্থাপনা ও অর্থায়ন

১৮ । জাতীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা তহবিল । - (১) কর্তৃপক্ষের "জাতীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা তহবিল" নামে একটি তহবিল থাকিবে।

(২) উক্ত তহবিল নিম্নবর্ণিত অর্থের সমন্বয়ে গঠিত হইবে-

(ক) সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত অর্থ;

(খ) কার্ডধারীদের প্রদত্ত চাঁদা;

(গ) সরকার অথবা অন্য কোনো সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(ঘ) জাতীয় অথবা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি প্রদত্ত অনুদান;

(ঙ) কতৃর্পক্ষ কর্তৃক গৃহীত ঋণের অর্থ;

(চ) কর্তৃপক্ষের বিনিয়োগকৃত অর্থ হইতে অর্জিত আয় অথবা মুনাফা;

(ছ) কতৃর্পক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সেবার জন্য কোনো পারিশ্রমিক অথবা মূল্য;

(জ) সরকার অনুমোদিত অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

১৯ । তহবিলের ব্যবস্থাপনা এবং বিনিয়োগ ইত্যাদি । - (১) তহবিলের অর্থ সরকারি ট্রেজারিতে অথবা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত এক বা একাধিক রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে জমা থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, নির্বাহী বোর্ড তহবিলের অর্থ আদায়, সংরক্ষণ ও বন্টন সহজতর করার নিমিত্তে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ব্যতীত তফসিলভুক্ত অন্য কোনো বেসরকারী ব্যাংক নির্ধারণ করিতে পারিবে এবং এইসব ক্ষেত্রে নির্বাহী বোর্ড জমা ও লেনদেনের উর্ধ্বসীমা, অর্থ জমা থাকিবার সময় সীমা এবং অন্যান্য প্রাসংগিক বিষয় সম্পর্কে নির্দেশনা প্রদান করিবে।

(২) সকল প্রকার অর্থ গ্রহণ, উত্তোলন, সংরক্ষণ এবং বিনিয়োগ প্রবিধি অনুযায়ী হইবে। তবে প্রবিধি না হওয়া পর্যন্ত এই সকল কার্যক্রম নির্বাহী বোর্ডের নির্দেশনা অনুযায়ী হইবে।

(৩) তহবিলের অর্থ গ্রহণ, সংরক্ষণ, উত্তোলন ও বিনিয়োগের হিসাব প্রবিধির দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করিতে হইবে। তবে প্রবিধি না হওয়া পর্যন্ত এইরূপ আর্থিক ব্যবস্থাপনা নির্বাহী বোর্ডের নির্দেশনা অনুযায়ী হইবে।

২০। বিশেষ তহবিল। - কর্তৃপক্ষ বিশেষ উদ্দেশ্যে বিশেষ তহবিল গঠনের জন্য তহবিল এর একটি অংশ পৃথক করিতে পারিবে এবং উহা প্রবিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ব্যবস্থাপনা করিতে পরিবে।

২১। বাধ্যতামূলক অভ্যন্তরীণ বাৎসরিক হিসাব নিরীক্ষা। - (১) নির্বাহী বোর্ড প্রত্যেক অর্থবছর সমাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে সাধারণ ও বিশেষ তহবিলের সকল আয়-ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষার জন্য দুই বা ততোধিক নিরীক্ষক নিয়োগ করিবে। তন্মধ্যে একজন কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল কর্তৃক মনোনীত হইবেন।

(২) কর্তৃপক্ষের কেন্দ্রীয় কার্যালয় এবং সকল স্থানীয় কার্যালয় নিরীক্ষার নিমিত্ত নিরীক্ষকদের সকল রেজিস্টার, হিসাব বহি, কম্পিউটারের যাবতীয় তথ্য উপাত্ত, ভাউচারসমূহ এবং নিরীক্ষকদের চাহিদা অনুযায়ী অন্যান্য সকল দলিলাদি ও উপকরণ দেখিবার অনুমতি প্রদান করিবে।

(৩) নিয়োগ লাভের ৬০ দিনের মধ্যে নিরীক্ষক নির্বাহী বোর্ডের নিকট নিরীক্ষা প্রতিবেদন জমা দিবেন ।

(৪) নির্বাহী বোর্ড ইহার সকল কার্যালয়ের নিরীক্ষা সংক্রান্ত প্রতিবেদনগুলিকে একত্রিত করিবে এবং পর্ষদের নিকট উপস্থাপনের নিমিত্ত একটি বাৎসরিক রিপোর্ট প্রস্তুত করিবে।

২২। কার্ডধারীদের চাঁদা। - (১) প্রত্যেক কার্ডধারী প্রতি পঞ্জিকা বর্ষে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত হারে চাঁদা তহবিলে প্রদান করিবেন।
(২) ধারা ৩৩ উপধারা (২) ও (৩) এর বিধান সাপেক্ষে কর্তৃপক্ষ কোনো নির্দিষ্ট শ্রেণীর জনগোষ্ঠী অথবা কোন নির্দিষ্ট কর্মে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন চাঁদার হার নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৩) উপধারা (১) এ যাহাই বলা হোক না কেন কোন নির্দিষ্ট শ্রেণীর কার্ডধারীদের সম্পূর্ণ অথবা আংশিক চাঁদা তাঁহাদের অনুকূলে সরকার অথবা নিয়োগকারী অথবা নিয়ন্ত্রনকারী কর্তৃপক্ষ প্রদান করিতে পারিবে।

২৩। সরকারী বরাদ্দ ও এককালীন অনুদান। - (১) সরকার প্রতি অর্থবছরে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত বাজেট বিবেচনাক্রমে প্রয়োজনীয় পরিমাণ তহবিল বরাদ্দ করিবে।
(২) সরকার এই আইন প্রবর্তনের সময় তহবিলে এককালীন অনুদান প্রদান করিবে।

২৪। অন্যান্য উৎস। - এই আইনের অধীন কোন কার্যক্রমে অর্থায়নের জন্য কর্তৃপক্ষের অপর ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার সঙ্গে উদ্যোগ গ্রহণ করিবার, মধ্যস্থতা করিবার এবং চুক্তি করিবার ক্ষমতা থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, তহবিল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কোন বিদেশী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি করিতে হইলে, কর্তৃপক্ষ সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিবে ।

চতুর্থ অধ্যায়
স্বাস্থ্য সেবা প্রদান ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

২৫| স্বাস্থ্য সেবার অধিকার। - **(১)** প্রত্যেক কার্ডধারী/সুবিধাভোগী সেবাপ্রদানকারীর নিকট হইতে নির্বাহী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত প্রকারের স্বাস্থ্য সেবা/সেবা প্যাকেজ পাওয়ার অধিকারী হইবে ।
(২) কর্তৃপক্ষ প্রদেয় স্বাস্থ্য সেবার মান এবং আর্থিক মূল্যে এর পরিমাণ নির্ধারণ করিবে।
(৩) সেবা প্রদানকারীর অভ্যর্থনা কেন্দ্রে উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একজন কার্ডধারী বা সুবিধাভোগীর প্রতি সেবা প্রদান শুরু হইবে ।

২৬| স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী। - এই আইনের অধীনে স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী রূপে অন্তর্ভুক্ত হইবে –
(১) সরকার কর্তৃক পরিচালিত কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, জেলা পর্যায়ের সরকারী হাসপাতাল, সরকারী মেডিকেল কলেজ, বিশেষায়িত হাসপাতাল, ক্লিনিক, রোগ নির্ণয় কেন্দ্র এবং সরকার কর্তৃক পরিচালিত অন্যান্য স্বাস্থ্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান যাহা জনগণের স্বাস্থ্য সেবায় কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করে এবং যাহা অসুস্থ ব্যক্তিকে সেবা প্রদান করে এবং সেবা প্রদানের জন্য গ্রহণ করে;

(২) তালিকাভুক্ত বেসরকারী হাসপাতাল, ক্লিনিক, রোগ নির্ণয় কেন্দ্র বা অন্য কোন স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান যাহা এই আইনের ২৭ ধারার অধীনে স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য নির্বাহী বোর্ড কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত হইয়াছে;

(৩) উপধারা (১) ও উপধারা (২) এ বর্ণিত 'স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান' এ কর্মরত 'স্বাস্থ্য সেবাদানকারী ব্যক্তি' ।

(৪) উপধারা (১) ও উপধারা (২) এ বর্ণিত স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত নয় এমন স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী ব্যক্তি যিনি ২৭ ধারার অধীনে বোর্ড কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

২৭| বেসরকারী সেবা প্রদানকারী নিয়োগ। - এই আইনের অধীনে স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য নির্বাহী বোর্ড তালিকাভুক্ত বেসরকারী স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিকে 'স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী' হিসাবে নিয়োগ প্রদান করিতে পারিবে। এইরূপ নিয়োগের শর্তাবলী এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

২৮। রেফারেল। - কোন স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারীর নিকট উপস্থিত একজন কার্ডধারী/সুবিধাভোগী রোগীর জন্য চিকিৎসা সুবিধা অপর্যাপ্ত প্রতীয়মান হইলে, নিকটবর্তী অন্য কোন স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারীর নিকট যেখানে ঐ রোগীর জন্য প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সুবিধা রহিয়াছে, সেখানে বিধিদ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে মেডিকেল সার্টিফিকেটসহ প্রেরণ করিবেন|

২৯| স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারীর অর্থ পরিশোধ । - স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী ২৫ (১) ও (২) ধারায় বর্ণিত স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত হারে ও পদ্ধতিতে অর্থ প্রাপ্য হইবে। অর্থ পরিশোধের পদ্ধতি এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৩০। স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারীর অর্থ পরিশোধে বিলম্ব পরিহারকরণ। - বোর্ড সেবা প্রদানকারীদের প্রাপ্য অর্থ পরিশোধে বিলম্ব পরিহার করিবার নিমিত্ত সময়ে সময়ে সাধারণ অথবা বিশেষ নির্দেশনা প্রদান করিবে।

৩১। স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণকারী সেবার মূল্য পরিশোধ। - প্রত্যেক কার্ডধারী/সুবিধাভোগীকে এই আইনের অধীনে স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণের জন্য তাrক্ষনিকভাবে সেবা প্রদানকারীকে কোন মূল্য পরিশোধ করিতে হইবে না। তবে শর্ত থাকে যে, চিকিrসা সেবা গ্রহণকালে সেবা গ্রহণকারী যদি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত চিকিrসা মান এবং আর্থিক মূল্যে ইহার নির্ধারিত পরিমাণ হতে উচ্চতর মান বা অতিরিক্ত পরিমাণের সেবা গ্রহণ করেন তবে এরূপ উচ্চতর মান ও অতিরিক্ত পরিমানের স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণের জন্য তিনি নির্ধারিত অতিরিক্ত অর্থ সেবা প্রদানকারীকে পরিশোধে বাধ্য থাকিবেন ।

৩২। সেবা প্রদানকারীর দায়বদ্ধতা। - (১) **২৬ ও ২৭** ধারায় বর্ণিত সকল স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী এই আইনের বিধান, এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি এবং প্রবিধি এবং নির্বাহী বোর্ড কর্তৃক জারিকৃত সকল দিক-নির্দেশনা মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিবে।
(২) সকল সেবা প্রদানকারী বোর্ড কর্তৃক যেভাবে নির্ধারণ করা হয় সেইভাবে-
(ক) কার্ডধারী বা সুবিধাভোগীকে প্রদানকৃত সেবার রেকর্ড, ভাউচার ইত্যাদি সংরক্ষণ করিয়া রাখিবে; এবং
(খ) নির্বাহী বোর্ড বা স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান তালিকাভুক্তি ও স্বাস্থ্য সেবা মান নিশ্চিতকরণ কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তিকে সংরক্ষিত রেকর্ড, ভাউচার ইত্যাদি পরীক্ষা করিবার অনুমতি প্রদান করিবে ।

পঞ্চম অধ্যায়
তালিকা প্রণয়ন ও স্বাস্থ্য কার্ড প্রদান

৩৩| তালিকা প্রণয়ন। - (১) কর্তৃপক্ষ এই আইনের অধীনে স্বাস্থ্য কার্ড ইস্যু করিবার জন্য ধারা ১ এর উপধারা (৩) এ বিধান সাপেক্ষে বাংলাদেশের সকল নাগরিকের পরিবার ভিত্তিক তালিকা প্রণয়ন করিবে ।
(২) উপ-ধারা (১) এ যাহাই বলা থাকুক না কেন কর্তৃপক্ষ এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকারের অভিপ্রায় অনুযায়ী কোন নির্দিষ্ট শ্রেণীর জনগোষ্ঠী; অথবা বাংলাদেশের কোন নির্দিষ্ট এলাকায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠী; অথবা কোন নির্দিষ্ট কর্মে নিয়োজিত জনগোষ্ঠী -কে স্বাস্থ্য সুরক্ষার আওতায় আনয়নের জন্য পৃথক পৃথক তালিকা প্রণয়ন করিতে পারিবে।
(৩) এই ধারার অধীনে তালিকা প্রস্তুতের জন্য অনুসরণীয় বিধানসমূহ এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে ।

৩৪। যোগ্য ব্যক্তি ও সুবিধাভোগী। - (১) প্রণীত তালিকার ভিত্তিতে প্রত্যেক পরিবারের পরিবার প্রধান একটি স্বাস্থ্য কার্ড পাওয়ার 'যোগ্য ব্যক্তি' বলে গণ্য হইবেন ।
(২) এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধিতে বর্ণিত পরিবার প্রধানের উপর নির্ভরশীল পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণ "সুবিধাভোগী" বলিয়া বিবেচিত হইবেন ।

৩৫। স্বাস্থ্য কার্ড। - (১) কর্তৃপক্ষ প্রত্যেক যোগ্য ব্যক্তির অনুকূলে একটি কার্ড ইস্যু করিবে যাহা "স্বাস্থ্য র্কাড" হিসাবে পরিচিত হইবে এবং উহাতে কার্ডধারীর ও সুবিধাভোগীদের পরিচয় সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য সন্নিবেশিত হইবে ।
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদানকৃত কার্ড উপর্যুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাতিল না হইলে পাঁচ বছরের জন্য বৈধ থাকিবে।

৩৬। নিবাসীদের জন্য স্বাস্থ্য কার্ড। - (১) কর্তৃপক্ষ প্রত্যেক নিবাসীকে স্বাস্থ্য কার্ড প্রদান করিবে। (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন নিবাসীকে প্রদানকৃত স্বাস্থ্য কার্ড ততদিন পর্যন্ত বৈধ থাকিবে যতদিন পর্যন্ত ঐ ব্যক্তি নিবাসী হিসাবে গণ্য হইবে, তবে ইহার মেয়াদ ৫ (পাঁচ) বৎসরের অধিক হইবে না।
(৩) এই ধারায় উল্লিখিত কার্ডধারীদের চাঁদা সরকার কর্তৃক প্রদান করা হইবে।

৩৭। তালিকার হালনাগাদকরণ। - (১) কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট সময় ব্যবধানে ধারা ৩৩ এর অধীন প্রস্তুতকৃত তালিকা হালনাগাদ করিবে।
(২) কর্তৃপক্ষ যদি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত কোন ব্যক্তির নিকট হতে তথ্য পরিবর্তনের বিষয়ে আবেদন পাইয়া থাকে, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ যাচাইপূর্বক ঐ পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবে ।

৩৮। ডুপ্লিকেট স্বাস্থ্য কার্ড। - যদি কোন স্বাস্থ্য কার্ড হারাইয়া যায় অথবা ধ্বংস হয় অথবা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহা হইলে উহার ধারকের আবেদনের প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ফি পরিশোধ সাপেক্ষে উহার একটি ডুপ্লিকেট স্বাস্থ্যকার্ড প্রদান করা যাইবে।

৩৯। অন্যান্য। - একজন পুরুষ কার্ডধারী বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ থাকা অবস্থায় পুন:বিবাহ করিলে বিবাহ পরবর্তী সুবিধার সীমাবদ্ধতা, কার্ডধারী বা সুবিধাভোগীর বাসস্থানের পরিবর্তন, কার্ডধারী বা সুবিধাভোগীর দায়িত্ব, কার্ড স্থগিত এবং বাতিলকরণ, কার্ড বাতিলের ফলাফল, বাতিল আদেশের বিরুদ্ধে আপীল ইত্যাদি বিষয়ে অনুসরণীয় বিধিবিধান এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে ।

ষষ্ঠ অধ্যায়
অভিযোগ ফোরাম

৪০। অভিযোগ ফোরাম। - (১) কার্ডধারী, সুবিধাভোগী অথবা সেবা প্রদানকারীর অভিযোগের প্রতিকারের জন্য সরকার উপজেলা, থানা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে প্রয়োজন অনুসারে অভিযোগ ফোরাম গঠন করিতে পারিবে।
(২) অভিযোগ ফোরামের আদেশের বিরূদ্ধে আপীল শুনানির জন্য সরকার প্রয়োজনীয় সংখ্যক আপীল কর্তৃপক্ষ গঠন করিবে ।
(৩) অভিযোগ ফোরাম এবং আপীল কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা, কার্যাবলী এবং বিস্তারিত কার্যপদ্ধতি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৪১। অভিযোগের ভিত্তি। - নিম্নলিখিত যে কোন একটি বা একাধিক কারণে অভিযোগ দায়ের করা যাইবে-
(ক) ধারা ২৫ এ উল্লিখিত বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত সেবা বা সেবাসমূহ প্রদানে ইচ্ছাকৃত ব্যর্থতা বা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন;
(খ) ধারা ২৫ এ উল্লিখিত বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত সেবা বা সেবাসমূহ প্রদানে ইচ্ছাকৃত অবহেলা;
(গ) ধারা ২৫ এ উল্লিখিত বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত সেবা বা সেবাসমূহ প্রদানের ক্ষেত্রে অযৌক্তিক বিলম্ব;
(ঘ) সেবা প্রদানকারীর দাবি প্রক্রিয়াকরণে বিলম্ব, যা সম্মত সময় অতিক্রম করে; এবং
(ঙ) অন্য কোন কার্য বা অবহেলা যাহা এই আইনের উদ্দেশ্য ক্ষতিগ্রস্ত করে বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

৪২। অভিযোগ দায়ের। - (১) একজন কার্ডধারী, সুবিধাভোগী বা সেবাপ্রদানকারী ধারা ৪১ এ উল্লিখিত যে কোনো এক বা একাধিক কারণে অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবে।
(২) অভিযোগ দায়ের পদ্ধতি, তার নিষ্পত্তি এবং অভিযোগ ফোরামের সিদ্ধান্ত কার্যকর করার পদ্ধতি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৪৩। আপীল। - অভিযোগ ফোরামের সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ কোন ব্যক্তি বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করিতে পারিবে।

সপ্তম অধ্যায়
অপরাধ

৪৪। আইনের বিধান লঙ্ঘন। - (১) এই আইনের যে কোন বিধানের লঙ্ঘন একটি অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে।
(২) কোন ব্যক্তি এই আইনের কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে তজ্জন্য তিনি অনধিক দশ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থ দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

৪৫। স্বাস্থ্য কার্ডের অননুমোদিত ব্যবহার। - (১) কোন ব্যক্তি এই আইন বা ইহার অধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধির পরিপন্থী উপায়ে স্বাস্থ্য কার্ড ব্যবহার করিবেন না বা এই আইনের অধীনে স্বাস্থ্য কার্ড ব্যবহারে অনুমোদিত নহে এমন ব্যক্তিকে স্বাস্থ্য কার্ড ব্যবহার করিতে দিবেন না।
(২) উপ-ধারা (১) এর বিধান লঙ্ঘন একটি অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে এবং কোন ব্যক্তি এই অপরাধ করিলে তজ্জন্য তিনি অনধিক দশ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থ দন্ডে অথবা ছয় মাস পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদন্ডে বা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

৪৬। জালিয়াতি চর্চা। - (১) নির্ধারিত স্বাস্থ্য সেবা/সেবা প্যাকেজের অপব্যবহার, স্টোর হইত স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য ঔষধ অননুমোদিত বিক্রয় বা অপসারণ, এই আইনের অধীনে সেবা প্রদানের বা প্রাপ্যতার যোগ্যতা নাই এমন ব্যক্তির দ্বারা বা ব্যক্তিকে সেবা প্যাকেজের নির্ধারিত কোনো সেবা প্রদান বা গ্রহণ, জাল স্বাস্থ্য কার্ড ব্যবহার বা উপরোক্ত যে কোনো ঘটনা সংগঠনের উদ্দেশ্যে কোন কাজ করা জালিয়াতির চর্চা হিসাবে গণ্য হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত জালিয়াতির চর্চা একটি অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে এবং কোন ব্যক্তি জালিয়াতির চর্চা করিলে তজ্জন্য তিনি অনধিক এক বছর কারাদন্ডে অথবা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থ দন্ডে অথবা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

৪৭। কর্তৃপক্ষের একজন কর্মচারী কর্তৃক অপরাধ। - তহবিলের টাকা আত্মসাতের দায়ে কর্তৃপক্ষের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী দোষী সাব্যস্ত হইলে তিনি অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবেন যাহা আত্মসাৎকৃত টাকার ৩ গুণ হইবে বা সর্বোচ্চ ছয় মাস বিনাশ্রম কারাদন্ডে অথবা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

৪৮। আমল, বিচার ও আপীল। - (১) এতদুদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ বা কর্তৃপক্ষ দ্বারা অনুমোদিত কোন কর্মকর্তার দায়ের করা লিখিত অভিযোগ ব্যতীত এই আইনের অধীন কোন অপরাধ বিচারের জন্য কোন পুলিশ অফিসার তদন্ত করিবে না বা কোন আদালত আমলে লইবে না।
(২) এই আইনের অধীনে কোন অপরাধের আমল ও বিচার এবং বিচার আদালতের সিদ্ধান্ত হইতে আপীল ফৌজদারি কার্যবিধির বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

অষ্টম অধ্যায়
বিবিধ

৪৯। মেডিকেল সার্টিফিকেট। - প্রত্যেক সেবা প্রদানকারীর অফিসে মনোনীত স্বাস্থ্য কর্মকর্তা থাকিবেন যিনি কার্ডধারী বা সুবিধাভোগী রোগীর অনুরোধে নির্ধারিত ফর্মে ও পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় মেডিকেল সার্টিফিকেট প্রদান করিবেন ।

৫০। প্রতিবেদন ইত্যাদি জমা। - (১) কর্তৃপক্ষ প্রতি অর্থ বছরের শেষে সরকারের কাছে যথা শীঘ্র সম্ভব ঐ বছরের জন্য উহার কার্যক্রমের উপর একটি প্রতিবেদন পেশ করিবেন।
(২) নির্বাহী বোর্ড সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে ও বিরতিতে সরকারের নিকট জমা দিবে-
(ক) সরকারের চাহিদা অনুসারে আয় ও ব্যয়ের হিসাব, বিবৃতি, প্রাক্কলন এবং পরিসংখ্যান;
(খ) সরকার কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইলে কোন নির্দিষ্ট বিষয়রে উপর তথ্য এবং মন্তব্য; এবং
(গ) সরকার কর্তৃক চাহিত হইলে পরীক্ষার জন্য বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় দলিলাদির কপি।

৫১। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা। - এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৫২। প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা। - এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন বা বিধির সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ নহে এইরূপ প্রবিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৫৩। সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম সংরক্ষণ। - এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধি বা আদেশের অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কাজের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্থ হইলে বা ক্ষতিগ্রস্থ হইবার সম্ভাবনা থাকিলে, তজ্জন্য সরকার, নির্বাহী চেয়ারম্যান অথবা কর্তৃপক্ষের বা সরকারের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যধারা দায়ের বা রুজু করা যাইবে না।

৫৪। নির্বাহী চেয়ারম্যান, সদস্য, কর্মকর্তা ইত্যাদি সরকারী কর্মচারী হইবেন। - নির্বাহী বোর্ডের নির্বাহী চেয়ারম্যান ও সদস্য, স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান তালিকাভূক্তি ও স্বাস্থ্য সেবা মান নিশ্চিতকরণ কমিটির সদস্য এবং কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা ও কর্মচারী, কর্তৃপক্ষ এবং কর্তৃপক্ষের পক্ষে কাজ করিবার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রত্যেক ব্যক্তি দন্ডবিধির (১৮৬০ সালের ৪৫ নং আইন) ধারা ২১ অনুযায়ী গণ সেবক হিসাবে গণ্য হইবেন।

৫৫। নির্বাহী আদেশ। - এই আইন প্রয়োগ করিবার জন্য এই আইনের অধীন বিধি বা প্রবিধান প্রণয়ন হওয়া পর্যন্ত সরকার সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা সময় সময় প্রয়োজনীয় নির্বাহী আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।